মুদ্রাক্ষিতি

তূর্য আহসান

অর্থনীতির ভাষায় মুদ্রাক্ষীতিকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে - কোনও দেশে কোনও সময় যদি সার্ভিস বা প্রোডাক্টের দাম বেড়ে যায় তবে সেই দেশে সেই সময় সেইসব সার্ভিস বা প্রোডাক্ট একই পরিমাণে কিনতে হলে বেশী মুদ্রা দিতে হবে, অথবা পূর্বের দামে কিনতে হলে কম পরিমানে কিনতে হবে। চাহিদা-যোগানের অসামাঞ্জ্যতা থেকে মুদ্রাক্ষীতি সৃষ্টি হয়। মুদ্রাক্ষীতির ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়, এবং পণ্যের বিনিময়মূল্য পরিবর্তিত হয়। মুদ্রাক্ষীতির ফলে সীমিত আয়ের মানুষের সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমে যায়। অন্যদিকে বাজারে মুদ্রার সঞ্চালন বেড়ে যায়।

মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে ক্রুয়েল উদাহরণ হল জিম্বাবুয়ে। ১৯৮০ সালে জিম্বাবুয়ে-ডলারের মুদ্রামান আমেরিকান ডলারের সমান ছিল। গ্লোবাল ও লোকাল রাজনীতির শিকার জিম্বাবুয়ের মুদ্রামাণ কমে যাওয়ার ফলে ২০০৬ সালে জিম্বাবুয়েতে নতুন মুদ্রা চালু করা হয় যা ১০০০ প্রাক্তণ মুদ্রার সমান। ২০০৮ সালে অবস্থা ক্রমাগতই খারাপ হওয়ার ফলে ৩য় মুদ্রা চালু করা হয় যার মুদ্রামাণ (১০^১৩) প্রথম মুদ্রার সমান। ২০০৯ সালে জিম্বাবুয়ের অবস্থা এমন হয় যে ৪র্থ মুদ্রা চালু করতে হয় যার মুদ্রামাণ (১০^২৫) প্রথম মুদ্রার সমান।

মুদ্রাক্ষীতি পরিমাপ করা হয় কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (সিপিআই) থেকে। সূত্র হলঃ

((বর্তমান সিপিআই - অতীত সিপিআই) / অতীত সিপিআই) * ১০০%।

এছাড়াও, প্রোডিউসার প্রাইস ইনডেক্স, কমোডিটি প্রাইস ইনডেক্স, কোর প্রাইস ইনডেক্স, জিডিপি ডিফ্ল্যাটর, এসেট প্রাইস ইনফ্লেশন ইত্যাদীর মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করা হয়। আমেরিকার মুদ্রাস্ফীতি হিসাব করলে দেখা যায় - ২০০৬ সালের ১০০ ডলার ২০১৬ সালের ১২২.১৮ ডলারের সমান। এবং ১৯৯৬ সালের ১০০ ডলার = ২০১৬ সালের ১৫৫.৫৬ ডলারের সমান। অর্থাৎ গত ২০ বছরে আমেরিকার মুদ্রামাণ ৫০% কমে গেছে।

মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলো হলঃ

অর্থের যোগান বৃদ্ধিঃ অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে মানুষের চাহিদা ও ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যায়। কিন্তু যোগান সে আনুপাতে বৃদ্ধি পায় না, ফলে প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিঃ কোনও দেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলে সার্ভিস ও প্রোভাক্টের চাহিদা বেড়ে যায়। কিন্তু সে তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পা য় না, তাই চাহিদা-যোগানের অসামাঞ্জস্য থেকে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

সরকারের ব্যয় বৃদ্ধিঃ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি হলে সরকারি ব্যাংক বা রিজার্ভে মুদ্রার পরিমাণ কমে যায় , কিন্তু মানুষের হাতে মুদ্রার পরিমাণ বেড়ে যায়, ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

রপ্তানি বৃদ্ধিঃ রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে দ্রব্যের যোগান হ্রাস পায়, ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

ব্যাংকের ঋণ নীতিঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ উদার ও সুলভ ঋণনীতি অনুসরন করে , ফলে গ্রাহকরা অত্যধিক ঋন গ্রহণ করে। ফলে দেশে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায় ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

উৎপাদন হ্রাসঃ রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক বা বৈশ্বিক কারণে দেশের উৎপাদন ব্যহত হলে প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের যোগান কমে যায়, কিন্তু অর্থের যোগান অপরিবর্তিত থাকার ফলে চাহিদা অপরিবর্তীত থাকে, ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

বেতন বৃদ্ধিঃ দেশে চাকুরিজীবিদের বেতন বৃদ্ধি হলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় , ফলে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

এছাড়াও ঘাটতি ব্যয়, যুন্ধের ব্যয়, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশ্ববাজারে সংকট ইত্যাদী কারণে দেশে মুদ্রাক্ষীতি দেখা দেয়।

২০০৬-২০০৮ সালে বাংলাদেশে সিডর, আইলা ইত্যাদী প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঘটে, একইসাথে দে শে সেসময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেন্দ্রীক রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিলো। সেসময় আমেরিকার বিখ্যাত স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেট ওয়ালস্ট্রিট ধ্বসে পড়ে। এতসব কারণে বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। চালসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রোডাক্টের দাম অত্যান্ত বৃদ্ধি পায়।

রেফারেঙ্গঃ

- ১। http://edition.cnn.com/2016/05/06/africa/zimbabwe-trillion-dollar-note/
- ♥ https://en.wikipedia.org/wiki/Inflation
- 81 http://www.investopedia.com/terms/i/inflation.asp
- & http://www.westegg.com/inflation/